

শহীদ কাদরী প্রসঙ্গে কিছু কথা কাজী জহিরুল ইসলাম

এখন ইন্টারনেট-এর যুগ। নেট-এর আকাশে তথ্য উড়ে বেড়ায়। বড়শি ফেলে কিংবা জাল ফেলে আমরা সেইসব তথ্য মাছের মতো ধরে ফেলি, ধরে ধরে আমাদের নিজস্ব বুড়ি বা ডুলায় ভরি। তারপর সময়মতো সেইসব মাছ তেল-মশলা দিয়ে রান্না করে পরিবেশন করি। তথ্য আদান-প্রদান বা ইন্টারেকশনের জন্য এ সময়কার আরেকটি কার্যকর উপায় হলো গ্রুপ ই-মেইলিং। হাজার হাজার ইয়াহু গ্রুপ আছে নেট-এ। এইরকম একটা গ্রুপের আমিও সদস্য। গ্রুপের নাম কবিসভা। এই সভার যিনি পতি (ইয়াহুর ভাষায় মডারেটর) তিনি হলেন ব্রাত্য রাইসু। কবিতা লেখেন। কবি ব্রাত্য রাইসু। রাইসু সম্প্রতি ‘কবিতা পুনর্মুদ্রণ’ শিরোনামে একটি কবিতা সঞ্চালন প্রক্রিয়া চালু করেছেন। দু’একদিন পরপর (কখনো আবার একমাস পর) তিনি বিখ্যাত কোনো কবির একটি, দুটি কিংবা অনেকগুলি কবিতা, এর পটভূমি, লেখকের বক্তব্য, কবিতার উপর আলোচনাসহ (যদি তিনি জোগাড় করতে পারেন) গ্রুপ-এ ছেড়ে দেন। এটি অতি প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ বলে আমি মনে করি। এতে করে গ্রুপের সদস্যরা অপঠিত (কারো কারো জন্য) অনেক বিখ্যাত কবিতা পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। কবিসভায় বাংলা ভাষার অনেক বিখ্যাত লেখক কবি আছেন। তাদের মধ্যে কবি নির্মলেন্দু গুণ একজন সক্রিয় সদস্য। প্রায়ই তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মন্তব্য করেন। সেই সব মন্তব্য গ্রুপের অন্য সদস্যদের প্রভূত আনন্দ দিয়ে থাকে।

কবিতা পুনর্মুদ্রণ-১৪-তে রাইসু প্রকাশ করলেন ৫০-এর শক্তিমান কবি শহীদ কাদরীর একটি কবিতা, ‘বোধ’। কবিতাটির কয়েকটি পঙক্তি এরকম, ‘শালিক নাচে টেলিগ্রাফের তারে, কাঁঠালগাছের হাতের মাপের পাতা/পুকুর পাড়ে ঝোপের ওপর আলোর হেলাফেলা/এই এলো আশ্বিন, আমার শূন্য হলো দিন/কেন শূন্য হলো দিন?’ এই কবিতাটি শহীদ কাদরীর কবিজীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কবিতা। এটি তার ‘কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই’ কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বইটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৮ সালে। এটিই তার সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ। এরপর শহীদ কাদরীর আর কোনো বই প্রকাশিত হয় নি। এই কবিতাটি প্রসঙ্গে ‘কবিতা পুনর্মুদ্রণ’-এর নিচে ‘লেখকের নোট’ শিরোনামে শহীদ কাদরী বলেছেন, ‘১৯৭৭ সালের কথা। তখন আমি থাকতাম ঢাকার দিলু রোডের বাসায়। কোমড় ব্যথায় প্রায় নয় মাস ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছিলাম। তার পরেও নিয়মিত চেক-আপের জন্য হাসপাতালে যেতে হতো। মন মেজাজ খুবই খারাপ। ১৯৭৮-এর প্রথম দিকে, যতদূর মনে পড়ে, কবিতাটি লেখি। কোনো পত্রিকায় কবিতাটি ছাপা হয় নি, সরাসরি বইতে দেই। কোনো কবিতা লেখার আগে যেমন কবির মানসিক অবস্থা সেই কবিতার ওপর ছাপ ফেলে আমার কবিতাটি সে রকমভাবে লেখা একটি কবিতা। এর চেয়ে বেশি কোনো ঘটনা এর পিছনে নাই।’

একজন প্রকৃত কবি নিজের অজান্তেই একজন তুখোড় ভবিষ্যতদ্রষ্টা। তিনি অনর্গল বলে যেতে পারেন অনাগত কালের কথা। শহীদ কাদরী তার এই কবিতার মধ্য দিয়ে নিজের কবিজীবনের ভবিষ্যত বলে দিয়েছেন অতি নিখুঁতভাবে। এই কবিতার একটি পঙক্তি, ‘আমার শূন্য হলো দিন’ এবং এর পরের পঙক্তিতেই আক্ষেপ ঝরে পড়ছে, ‘কেন শূন্য হলো দিন?’ এই দুটি লাইন ১৯ লাইনের এই ছোট্ট কবিতাটিতে তিনবার করে এসেছে। এর অর্থ হলো, এই দুটি লাইনই এ কবিতার সারবস্তু।

২০০৩-এর জুলাই-আগস্ট মাসে মাসখানেক কাটিয়ে এলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঝাকমকে স্টেট নিউ ইয়র্কে। কবি শহীদ কাদরী বর্তমানে নিউ ইয়র্কেই থাকেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিলো পঞ্চাশের এই দুর্দান্ত কবির সাথে দুটি সন্ধ্যা কাটাতে পারার। আর এই সুযোগটি ঘটেছিলো যাদের জন্য তারা হলেন নিউ ইয়র্ক উদীচী-র প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন অন্তপ্রাণ সংস্কৃতিকর্মী ম.ই. চৌধুরী শামীম এবং তার স্ত্রী নিউ ইয়র্ক উদীচী স্কুলের অধ্যক্ষ রূপা চৌধুরী। ‘বোধ’ কবিতাটির পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শহীদ কাদরী যখন অসুস্থতার কথা বললেন, তখন আমার চোখের সামনে নিউইয়র্কে দেখা শহীদ কাদরীর সেই মুখটাই বারবার ভেসে উঠছিলো। কিডনীর অসুখে ভুগছেন এখন কবি। নিয়মিত ডায়ালাইসিস করতে হয়। ওয়াকারে ভর দিয়ে হাঁটেন। কিন্তু যখন কথা বলেন, তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি তার মুখভঙ্গি, কী অদ্ভুত প্রাণশক্তি, কথার খই ফুটছে তার মুখে। কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে বলে ফেললেন কবিতা থেকে তার দীর্ঘ নির্বাসনের কথা। তখন, এর ঠিক ক’দিন আগে, ঢাকার একটি কাগজে (সম্ভবত সংবাদে) শহীদ কাদরীর একটি কবিতা বেরিয়েছে। তিনি আমাকে কবিতাটি দেখালেন। আমি মন দিয়ে পড়লাম। আমার কিছুটা সন্দেহ হওয়ায় প্রশ্ন করলাম, এটা কি নতুন লেখা? তিনি বললেন, না, পুরোনো লেখা, কিছুটা এডিট করেছি। এরপর যেন তার ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো, ‘জহির, কবিতা লেখতে পারি না তো?’ আজ যখন তার ‘বোধ’ কবিতাটি পড়লাম, ওই একটি লাইন, ‘আমার শূন্য হলো দিন’ বারবার আমার ভেতরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৮ সালের পর থেকেই, অর্থাৎ সেই ‘বোধ’ কবিতাটি লেখার পর থেকেই কবি শহীদ কাদরী কবিতা থেকে নির্বাসিত। হয়ত দু’চারটা কবিতা এর পরে তিনি লিখে থাকবেন, সেটা তিনিই বলতে পারবেন লিখেছেন কি-না। বাংলা কবিতার পাঠক এরপর আর তাকে তেমন করে কবিতার মেলায় খুঁজে পায় নি। তিনি যে এতো নিখুঁতভাবে তার কবিজীবনের ভবিষ্যত ওই একটি পঙক্তিতেই বলে দিয়েছেন তা হয়ত তিনি নিজেও জানতেন না। আমার কাছে কেবলই মনে হয়েছে কবি শহীদ কাদরীর আর কোনো অসুখ নেই, তার অসুখ একটাই, কবিতা লিখতে না পারার কষ্ট। এর চেয়ে বড় অসুখ একজন কবির আর কি হতে পারে?

শহীদ কাদরীর পাশে আমি এক নারীকে দেখেছি, নীরা, তিনি কবির স্ত্রী। নীরা যেন অন্ধকারে জ্বলে ওঠা বিদ্যুচ্চমকের মতো এক ফালি আলো। সেই আলো কবিকে পথ দেখাবে, হরিৎ প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে ঐক্যেঁকে ছুটে যাওয়া কবিতার পথ। সেই আলোয় স্নাত হয়ে কবি শহীদ কাদরী আবার কবিতা লিখতে শুরু করবেন, আজ এই আমার প্রত্যাশা, এ-ই আমার প্রার্থনা।

আবিদজান

২২/০৩/০৬